বাচ্চাদের ঘটনাবলি সম্বলিত

১ম অংশ

# নূরের খেলনা

- অধিক দরূদ পাঠকারী কন্যা
- ছোট বিপদ বড় বিপদ থেকে বাঁচালো
- মাদানী মুন্নার ঈমানী চেতনা
- মাদানী মুন্নার কান্না কাজে এসে গেলো!
- কম বয়সী মুবাল্লিগের ইনফিরাদী কৌশিশ
- বাবুল মদীনার (করাচীর) খোদাভীতি সম্পন্ন মাদানী মুন্না

উপস্থাপনায়: আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

## অধিক দরূদ পাঠকারী কন্যা

একবার হযরত শায়খ মুহাম্মদ বিন সুলায়মান জাযুলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অযু করার জন্য একটি কুপে গেলেন, কিন্তু তা থেকে পানি উঠানোর জন্য কোন পাত্র পাশে ছিলো না। শায়খ চিন্তিত ছিলেন যে, কি করা যায়? ঐ মুহূর্তে একটি উচ্চ স্থান থেকে একটি মেয়ে তা দেখে বললো: "হে শায়খ! আপনি কি সেই ব্যক্তি নন, যার নেকীর ব্যাপক চর্চা চারিদিকে, তা সত্ত্বেও এত চিন্তিত যে, কুপ থেকে পানি কিভাবে উঠাবেন!" অতঃপর সেই মেয়েটি কুপে নিজের থুথু নিক্ষেপ করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই কুপের পানি বৃদ্ধি পেতে শুরু হয়ে গেলো, এমন কি উপচে বের হয়ে মাটিতে গড়িয়ে যেতে লাগলো। শায়খ অযু করলো এবং সেই মেয়েকে বললো: "আমি তোমাকে শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি যে, তুমি এই মর্যাদা কিভাবে অর্জন করলে?" সেই মেয়েটি উত্তর দিলো: "আমি **রাসূলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করি।" একথা শুনে হযরত শায়খ সুলায়মান জাযুলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শপথ করলেন যে, আমি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থাপন করার জন্য অবশ্যই দরূদ সালামের উপর কিতাব লিখবো। (মুতালিউল মুসাররাত অনুদিত, ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা) অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"দালায়িলুল খয়রাত"** নামক কিতাবটি রচনা করলেন, যা অনেক প্রসিদ্ধ হয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللّٰه শুনলেন তো মাদানী মুন্না ও মুন্নীরা! সেই মেয়েটির **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার কারণে কত বড় মর্যাদা অর্জিত হয়েছে যে, তার থুথুর বরকতে কুপের পানি বৃদ্ধি পেলো, এখানে এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখুন, সেই মেয়েটি কিরামত সম্পন্ন ছিলো, তাই তো কুপে থুথু নিক্ষেপ করেছিলো, তবে আমাদের পানির হাউজ, পুকুর বা কুপ ইত্যাদিতে থুথু নিক্ষেপ করা উচিৎ নয়। সেই মেয়েটির ন্যায় আমাদেরও আপন **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নেয়া উচিৎ। আমরা দাঁড়িয়ে থাকি বা চলন্ত অবস্থায় থাকি, বসে থাকি বা শুয়ে থাকি, আমাদের চেষ্টা এটাই হওয়া উচিৎ যে, আমরা যেনো দরূদ শরীফ পাঠ করি, কেননা এর সাওয়াবের কোন সীমা নেই। স্মরণ রাখুন যে, দরূদ শরীফের বিভিন্ন বাক্য রয়েছে, আপনি যেকোনো দরূদ শরীফ পাঠ করতে পারবেন, যেমন; (১) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, (২) صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ, (৩) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه, (৪) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## সুন্নাতে ভরা সংগঠন "দা'ওয়াতে ইসলামী"

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের শুরু আজ (অর্থাৎ ১৪৪১ হিজরী) থেকে প্রায় ৪০ বছর পূর্বে শায়খে তরীকত, আমীর আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কয়েকজন বন্ধুদের সাথে করেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী বার্তা দেখতে দেখতে বাবুল ইসলাম (সিন্ধু

প্রদেশ), পাঞ্জাব, সরহদ, কাশ্মির, বেলুচিস্তান অতঃপর দেশের বাইরে ভারত, বাংলাদেশ, আরব আমিরাত, শ্রীলংকা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এমনকি এই পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় ২০০টিরও বেশি দেশে পৌঁছে গেছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه বর্তমানে (অর্থাৎ ১৪৪১ হিজরীতে) **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রায় ১০৭টি বিভাগে সুন্নাতের খেদমতে সদাব্যস্ত।

**আল্লাহ্ করম এ্যয়সা করে তুজপে জাঁহামে,**
**এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী দুম মাচী হ্যায়**

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কিছুদিনের মধ্যেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিয়েছেন। যেমনিভাবে তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদেরকে দিনরাত **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টিময় কাজে অতিবাহিত করার মানসিকতা প্রদান করেছেন, তেমনিভাবে মাদানী মুন্না এবং মুন্নীদের প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছেন, সুতরাং শুধু বাবুল মদীনা করাচীর মাদ্‌রাসাতুল মাদানীয় (এই পর্যন্ত অর্থাৎ ২০১৯ সাল পর্যন্ত) ১,৭৫,০০০ এরও অধিক মাদানী মুন্না এবং মুন্নী হিফয এবং নাজেরার শিক্ষা অর্জন করার পাশাপাশি চারিত্রিক প্রশিক্ষণও অর্জন করেছে।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه একবার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মজলিশ আল মদীনাতুল ইলমিয়াকে এরূপ ইরশাদ করলেন যে, "শিশুদের মাদানী মানসিকতা প্রদান করার জন্য "**বাচ্চো কি হিকায়াত**" অর্থাৎ "শিশুতোষ ঘটনাবলী" নামে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের শিক্ষামূলক ঘটনাবলী সম্বলিত পুস্তিকা প্রণয়নের ব্যবস্থা করুন।" তাঁর নির্দেশ পালনার্থে উক্ত বিষয়ে কাজ শুরু করে দেয়া

হয়েছে। সুতরাং ১১টি নির্বাচিত ঘটনাবলী সম্বলিত "শিশুতোষ ঘটনাবলী" (১ম অংশ) **"নূরের খেলনা"** মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশ করা হচ্ছে। যেহেতু এই পুস্তিকা শিশুদের জন্য, তাই তা সহজভাবে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনের উচিৎ যে, এই পুস্তিকা শুধু নিজে নয় বরং নিজের সন্তানদেরকেও আদর ও ভালবাসা সহকারে পড়ার উৎসাহ দেয়া এবং অন্যান্য মাদানী মুন্না ও মুন্নীদেরকেও উপহার স্বরূপ প্রদান করে সাওয়াবের অমূল্য ভান্ডার গড়ে তোলা।

**আল্লাহ পাক** আমাদেরকে **"নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করার"** মহান প্রেরণায় মাদানী নেককাজের উপর আমল এবং কাফেলার মুসাফির হতে থাকার তৌফিক দান করুক এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশসহ সকল মজলিশকে দিন দিন উন্নতি প্রদান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

**সংশোধন মুলক কিতাব বিভাগ**
**আল মদীনাতুল ইলমীয়া মজলিশ**
**(দা'ওয়াতে ইসলামী)**
২৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩০ হিঃ, ২৭ মার্চ ২০০৯ ইং

## রাগ হজম করার ফযীলত

হাদীস শরীফে রয়েছে: "যে ব্যক্তি নিজের রাগকে হজম করবে। **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিনে তার থেকে আযাব তুলে নিবেন।" (শুয়াবুল ঈমান ৬/৩১৫ পৃষ্ঠা হাদীস ৮৩১১)

# (১) নূরের খেলনা

হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমাকে **আপনার** নবুয়তের নিদর্শনসমূহ আপনার ধর্ম গ্রহন করার দাওয়াত দিয়েছিলো। আমি দেখলাম যে, **আপনি** (শিশু অবস্থায়) দোলনায় চাঁদের সাথে কথা বলতেন এবং **আপনার** আঙ্গুল দ্বারা তাকে ইশারা করতেন তখন যেদিকে **আপনি** ইশারা করতেন চাঁদ সেদিকে ঝুঁকে যেতো। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি চাঁদের সাথে কথা বলতাম এবং চাঁদ আমার সাথে কথা বলতো আর সে আমাকে কান্না করা থেকে ভুলিয়ে রাখতো এবং যখন চাঁদ আরশে ইলাহীর নিজের সিজদা করতো, তখন আমি তার তাসবীহ পড়ার আওয়াজ শুনতাম।" (আল খাসায়িসুল কোবরা, ১/৯)

**চাঁন্দ ঝুক যাতা জিধার অঙ্গুলী উঠাতে মাহাদ মে**
**কিয়া হি চলতা থা ইশরোঁ পর খেলোনা নূরকা**

**মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নীরা!** আপনারা শুনলেন তো! **আমাদের আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ পাক** কতো ক্ষমতা দান করেছেন যে, **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শিশুকালেই ইশারা করে চাঁদকে যেদিকে চাইতেন নিয়ে যেতেন। যখন নবুয়তের ঘোষনার পর প্রায় ৪৮ বছর বয়সে মক্কার কাফেররা **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট চাঁদকে দুই টুকরো করে দেখানোর দাবি করলো, তখনও **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইশারায় চাঁদকে দুই টুকরো করে দেখিয়েছিলেন। (মাদারিজুন নবুয়ত, ১/১৮১)

চাঁন্দ ইশারোঁ কা হিলা, হুকুম কা সুরজ
ওয়াহ! কিয়া বাত শাহা! তেরী তাওয়ানায়ী কি

**তাঁর** প্রতি **আল্লাহ পাকের** দরূদ বর্ষন হোক এবং **তাঁর** সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## (২) আমি খেলাধুলা করার জন্য সৃষ্টি হইনি

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া عَلَيْهِ السَّلَام কে **আল্লাহ পাক** বাল্যকালেই নবুয়ত দান করেছিলেন, সুতরাং **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿۱۲﴾
(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ১২)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং আমি তাঁকে শৈশবেই নবুয়ত প্রদান করেছি।

তখন হযরত ইয়াহইয়া عَلَيْهِ السَّلَام এর মুবারক বয়স ছিলো ৩ বছর। এতটুকু বয়সে তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ ছিলো। এরূপ কমবয়সের শিশুরা তাঁকে বললেন: আপনি আমাদের সাথে খেলাধুলা করেন না কেন। তখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: **"আল্লাহ পাক** আমাকে খেলাধুলার জন্য সৃষ্টি করেননি। (মাদারিজুন নবুয়ত, ১/৩১)

**আল্লাহ পাকর** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**মাদানী মুন্না ও মুন্নীরা!** খেলাধুলায় নিজের সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমাদের জীবনের মুহূর্তগুলো যেনো **মূল্যবান হীরা**, যদি আমরা একে অনর্থক নষ্ট করে দিই, তবে আফসোস ও

হতাশ হওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকবেনা। **আল্লাহ পাক** মানুষকে নিজের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে এই দুনিয়ায় খুবই অল্প সময়েই থাকবে এবং এই সময়ে তাকে কবর ও হাশরের দীর্ঘ কর্মপদ্ধতির জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। সুতরাং মানুষের সময় সীমাহীন মূল্যবান, আহ! আমাদের এক একটি সেকেন্ডের মর্যাদা নসীব হয়ে যেতো, যাতে কোথাও কোন সেকেন্ড অনর্থক চলে না যায় এবং কাল কিয়ামতের দিন জীবনের ভান্ডার নেকী শূন্য পেয়ে লজ্জার অশ্রু ঝড়াতে যেনো না হয়! সময় একটা দ্রুতগামী গাড়ির ন্যায় পলকেই চলে যাচ্ছে, না থামানো যাচ্ছে, না ধরার জন্য হাতে আসছে, যে নিঃশ্বাস একবার নিয়েছে তা আর ফিরে আসছেনা।

**গিয়া ওয়াক্ত ফির হাত আতা নেহি**
**সদা এ্যয়শে দৌঁওরা দেখাতা নেহি**

শতকোটি আফসোস! যদি এক একটি মুহূর্ত হিসাব করার অভ্যাস হয়ে যেতো যে, কোথায় ব্যয় হচ্ছে, আহ! যদি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উপকারী কাজে ব্যয় হতো। কিয়ামতের দিন সময়কে অহেতুক কথায়, গল্পগুজবে অতিবাহিত হওয়া দেখে যেনো আফসোস করতে না হয়! **আহ! হে দূর্বল ও কচি মাদানী মুন্না মুন্নীরা!** কিয়ামতের সেই কঠিন মুহূর্ত সম্পর্কে অন্তরকে ভীত করুন এবং সর্বদা নিজের শরীরের সমস্ত অঙ্গকে গুনাহের আপদ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করুন।

## জান্নাতে গাছ লাগান

সময়ের গুরুত্বকে এই বিষয়টি দ্বারা অনুমান করুন যে, যদি আপনি চান তবে এই দুনিয়া থেকেই মাত্র এক সেকেন্ডে জান্নাতে একটি গাছ লাগতে পারেন এবং জান্নাতে গাছ লাগানোর পদ্ধতিও

অত্যন্ত সহজ। যেমনটি একটি হাদীসে পাক অনুযায়ী এই চারটি বাক্য থেকে যেই বাক্যই বলবে জান্নাতে একটি গাছ লাগানো হবে। ঐ বাক্যসমূহ হলো: (১) سُبْحٰنَ اللّٰهِ, (২) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ, (৩) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ, (৪) اَللّٰهُ اَكْبَرُ। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/ ২৫২, হাদীস নং- ৩৮০৭)

## সহজ কাজ

শুনলেন তো আপনারা! জান্নাতে গাছ লাগনো কত সহজ! যদি বর্ণনাকৃত চারটি বাক্য থেকে একটি বাক্য বলা হয় তবে জান্নাতে একটি গাছ আর যদি চারটি বাক্যই বলা হয় তবে জান্নাতে চারটি গাছ লেগে যাবে। এখন আপনিই চিন্তা করুন যে, সময় কত মূল্যবান! যদি মুখকে সামান্য নড়াছড়া করার কারণে জান্নাতে গাছ লেগে যায় তবে আহ! যদি অহেতুক কথাবার্তার স্থলে سُبْحٰنَ اللّٰهِ, سُبْحٰنَ اللّٰهِ পাঠ করে আমরা জান্নাতে অসংখ্য গাছ লাগিয়ে নিতাম।

## নিজের রুটিন তৈরী করে নিন

চেষ্টা করুন যে, সকালে উঠার পর থেকে রাতে শোয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজের সময় নিদিষ্ট করার, যেমন; এতটায় তাহাজ্জুদ, লেখাপড়া, মসজিদে প্রথম তাকবীর সহকারে জামাআতের সহিত ফজরের নামায (এভাবে অন্যন্য নামাযও) ইশরাক, চাশত, নাস্তা, মাদরাসায় যাওয়া, দুপুরের খাবার, ঘরের কাজকর্ম, সন্ধ্যার ব্যস্ততা, উত্তম সহচর্য, (যদি তা না হয় তবে একাকিত্ব এর চেয়ে অনেক উত্তম) ইসলামী ভাইদের সাথে দ্বীনি প্রয়োজনে সাক্ষাত ইত্যাদির সময় নির্ধারন করে নিন। যারা এতে অব্যস্ত নয় তাদের জন্য হয়তো

প্রথমদিকে কিছুটা কষ্ট হবে। অতঃপর যখন অব্যস্ত হয়ে যাবে তখন এর বরকতও প্রকাশ হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله

**দিন লাহো মে খোনা তুঝে, শব সুবহ তক সুনা তুঝে**
**শরমে নবী খউফে খোদা ইয়ে ভি নেহি ওহ ভি নেহি**
**রিযিকে খোদা খা'য়া কিয়া, ফরমানে হক টালা কিয়া**
**শুকরে করম তরছে জযা ইয়ে ভি নেহি ওহ ভি নেহি**

(হাদায়িকে বখশীশ) (অমূল্য রত্ন থেকে সংক্ষিপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## (৩) ছোট বিপদ বড় বিপদ থেকে বাঁচালো

একবার হযরত সায়্যিদুনা লোকমান হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের ছেলেকে (নসিহত করতে গিয়ে) বললেন: "প্রিয় বৎস! যখনই তোমার কোন বিপদ আসে, তখন তা তোমার জন্য ভাল মনে করবে এবং এই বিষয়টি অন্তরে গেঁথে নাও যে, আমার জন্য এতেই মঙ্গল।" ছেলে আরয করলো: "এটি আমার বুঝে আসে না যে, প্রতিটি বিপদকে নিজের জন্য মঙ্গল মনে করবো, আমার বিশ্বাসও এখানো তত দৃঢ় হয়নি।" হযরত সায়্যিদুনা লোকমান হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "হে আমার বৎস! **আল্লাহ পাক** দুনিয়ায় বিভিন্ন সময়ে আম্বিয়া কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام পাঠিয়েছেন, আমাদের যুগেও **আল্লাহ পাক** নবী عَلَيْهِ السَّلَام পাঠিয়েছেন, এসো আমরা তাঁর থেকে ফয়েয অর্জনের জন্য যাই, তাঁর কথা শুনে তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হবে।" সুতরাং সফরের পাথেয় নিলেন এবং খচ্ছরের উপর আরোহন করে উভয়ে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে একটি নিস্তব্ধ জঙ্গলে দুপুর হয়ে গেলো, প্রচন্ড গরম ছিলো এবং লূ-হাওয়াও প্রবাহিত হচ্ছিলো, আর তখনই পানি ও খাবারও শেষ হয়ে গেলো, খচ্চরও

ক্লান্তি এবং পিপাসায় হাঁফাতে লাগলো, হযরত সায়্যিদুনা লোকমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং তাঁর ছেলে খচ্চর থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলো, অনেক দূরে একটি ছায়া এবং ধোঁয়া নজরে আসলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লোকালয় মনে করে সেই দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন, রাস্তায় তাঁর ছেলে হোঁচট খেলো এবং পায়ে একটি হাঁড় এমনভাবে ঢুকে গেলো যে, পায়ের তলায় ঢুকে উপরদিকে বের হয়ে এলো এবং সে ব্যাথার প্রভাবে বেঁহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। মমতার কারণে কাঁদতে কাঁদতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের দাঁত দিয়ে টেনে হাঁড় বের করলেন। নিজের মোবারক পাগড়ী থেকে কিছু কাপড় ছিড়লেন এবং ক্ষতস্থানে বেঁধে দিলেন। হযরত সায়্যিদুনা লোকমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অশ্রু যখন ছেলের চেহারায় পড়লো, তখন তার হুঁশ ফিরে আসল, বলতে লাগলো: "আব্বাজান! আপনিই বলেছিলেন যে, **প্রতিটি বিপদে কল্যাণ নিহিত রয়েছে** কিন্তু এখন কাঁদছেন কেন?" বললেন: প্রিয় বৎস! সন্তানের কষ্টের কারণে পিতার কষ্ট হওয়া এবং কান্না করা এটি স্বভাবগত আর রইল এই বিষয়টি যে, এই বিপদে তোমার জন্য কি কল্যাণ রয়েছে? তো হতে পারে এই ছোট বিপদে লিপ্ত করে দিয়ে তোমার থেকে কোন বড় বিপদ দূর করে দেয়া হয়েছে। উত্তর শুনে সন্তান চুপ হয়ে গেলো। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা লোকমান হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সামনে দৃষ্টি দিল, তখন তাতে কোন ধোঁয়াও দেখলেন না, ছায়াও দেখলেন না। সাদা ও কালো রঙের ঘোড়ার উপর আরোহন করে একজন ব্যক্তি বড় তীব্র গতিতে অগ্রসর হয়ে আসছে, সেই আরোহী নিকটে এসে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলো! এবং আওয়াজ আসতে লাগলো: **আমার প্রতিপালক** আমাকে নির্দেশ

দিয়েছেন: আমি যেনো অমুক শহর এবং এর অধিবাসীদেরকে মাটিতে ধসিয়ে দিই। আমাকে সংবাদ দেয়া হলো যে, আপনারা উভয়েও ঐ শহরের দিকে আসছেন, তখন আমি **আল্লাহ পাকর** নিকট দোয়া করেছি যে, **তিনি** যেনো আপনাদেরকে এই শহর থেকে দূরে রাখেন। সুতরাং **তিনি** এভাবে পরীক্ষা নিলেন যে, আপনার ছেলের পায়ের হাঁড় ঢুকে গেলো আর এভাবে আপনারা উভয়ে **এই ছোট বিপদের কারণে একটি বড় বিপদ** (অর্থাৎ এই আযাবের শহরে মাটিতে ধসে যাওয়া) **থেকে বেঁচে গেলেন।"**

অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام নিজের মোবারক হাত সেই ছেলের পায়ের ক্ষততে বুলিয়ে দিলেন, সাথেসাথেই ক্ষত ভাল হয়ে গেলো। তারপর খাবার ও পানির খালি পাত্রে হাত বুলালেন তখন সেই দু'টি খাবার ও পানিতে ভরে গেলো। এরপর হযরত সায়্যিদুনা জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام উভয় পিতাপুত্রকে সরঞ্জাম ও বাহনসহ উঠিয়ে নিলেন এবং মুহূর্তেই তাঁরা নিজেদের ঘরে পৌঁছে গেলেন, অথচ তাঁর ঘর সেই জঙ্গল থেকে অনেক দিনের দূরত্ব ছিলো। (উয়ূনুল হিকায়াত, ১০৯ পৃষ্ঠা)

**আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদর গুনাহ ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**মাদানী মুন্নারা!** এই ঘটনা থেকে জানা গেলো, আমাদের প্রতিটি অবস্থায় **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে, **আল্লাহ পাকের** হিকমত বুঝতে আমরা অক্ষম, **তাঁর** প্রতিটি কাজে

হিকমত হয়ে থাকে, কাউকে বিপদ লিপ্ত করাও হিকমত আর কাউকে না চাইতেই বিপদ থেকে বাঁচানোও হিকমত।

**ইয়া ইলাহী! হার জাগা তেরী আতা কা সাথ হো**
**যব পরে মুশকিল, শাহে মুশকিল কোশা কা সাথ হো**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## (৪) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মাদানী মুন্না

যখন **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের নবী হওয়ার কথা প্রকাশ করলেন, তখন মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আনলেন। কিছুদিন পর আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন আবি তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যিনি সম্পর্কে **নবী করিম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাত ভাই ছিলেন। (তখন তাঁর বয়স প্রায় ১০ বছর ছিলো) তাঁদের নিকট আসলেন, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে নামায পড়তে দেখলেন। যখন তাঁরা নামায শেষ করলেন তখন আরয করলেন: "এটা কি?"রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইনফিরাদী কৌশিশ[১] করে ইরশাদ করলেন: "এটা **আল্লাহ পাকের** ঐ দ্বীন, যা **তিনি** নিজের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তা প্রসারের জন্য রাসূল পাঠিয়েছেন, আমি তোমাকে **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর** ইবাদতের প্রতি আহবান করছি এবং লাত[২]

১. প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে নেকীর দাওয়াত দেয়াকে (অর্থাৎ বুঝানো) ইনফিরাদী কৌশিশ বলে।
২. প্রসিদ্ধ এবং বড় দেবতাদের মধ্যে থেকে একটি দেবতা। যা আরব শরীফের শহর তায়েফে ছিলো এবং বনী শকিফ গোত্র এর ইবাদতে করতো।(রউযুল ফায়িক, ১/১৭৪)

এবং ওজ্জাকে[১] অস্বীকার করার জন্য বলছি।" হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: "এই কথা তো আমি আজকের পূর্বে আর কখনো শুনিনি, এজন্য আমি আমার পিতার পরামর্শ ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবো না।" **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তখনও ঐ রহস্য হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পিতার নিকট প্রকাশ হয়ে যাওয়া পছন্দ করলেন না এবং ইরশাদ করলেন: "হে আলী! যদি ইসলাম গ্রহণ না করো, তবে চুপ থাকবে।" কিন্তু সেই রাতেই আল্লাহ পাক হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর অন্তরে ইসলামের ভালবাসা জাগ্রত করে দিলেন। সুতরাং সকাল হতেই **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **আপনি** আমার নিকট কি উপস্থাপন করেছিলেন? **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **"তুমি এই বিষয়ের সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ পাক ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই আর লাত ও ওজ্জাকে অস্বীকার করো এবং আল্লাহ পাকের সমকক্ষ্য মানা থেকে মুক্ত হয়ে যাও।"** হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم ঐসব বিষয় মেনে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

**(আসাদুল গাবা, বাবু আইন ওয়াল লাম, ৪র্থ খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা)**

**আল্লাহ পাকে**র রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১. এটা নাহলা নামক স্থানের একটি দেবতা ছিলো, যাকে আরবের মুশরিকরা পূঁজা করতো। (আর রউযুল ফায়িক, ১ম খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা)

**মাদানী মুন্নারা!** হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর ঘটনায় আপনারা দেখলেন যে, মাদানী মুন্নাকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিভাবে তাঁর মাদানী মানসিকতা তৈরী করেছেন এবং শেরে খোদা হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। নিশ্চয় নেকীর দাওয়াতের কাজে ব্যক্তিগতভাবে বুঝানোর বড় ভূমিকা রয়েছে। আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সহ সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام নেকীর দাওয়াতের কাজে ব্যক্তিগতভাবে বুঝিয়েছেন। মাদানী মুন্নারা! আপনারাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের জন্য ব্যক্তিগতভাবে বুঝান এবং সাওয়াবের ভান্ডার অর্জন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## (৫) মাদানী মুন্নার ঈমানী চেতনা

রাতের শেষ প্রহর, পুরো মদীনা নূরে ডুবন্ত ছিলো। মদীনাবাসীরা রহমতের চাদর জড়িয়ে স্বপ্নে বিভোর ছিলো, এমনি সময় **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুয়াজ্জিন হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর সুমধুর ধ্বনি মদীনায়ে মুনাওয়ারা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর গলিতে প্রতিধ্বনিত হলো: "আজ ফযরের নামাযের পর মুজাহিদদের বাহিনী এক মহান উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। মদীনায়ে মুনাওয়ারা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর সম্মানিত মহিলগণ নিজ নিজ শাহজাদাদের জান্নাতী নওশা বানিয়ে দ্রুত **রিসালতে**র দরবারে উপস্থিত হয়ে যান।" এক বিধবা সাহাবীয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا তাঁর ছয় বছরের এতিম সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা

বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঘোষণা শুনে চমকে উঠলেন! মনের ক্ষত রক্তস্নাত হয়ে গেলো, এতিম শিশুর পিতা গত বছর বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিলো। আরো একবার ইসলামের বটবৃক্ষে সেচ দেয়ার জন্য রক্তের প্রয়োজন হলো, কিন্তু তাঁর নিকট ছয় বছরের মাদানী মুন্না ছাড়া আর কেউ ছিলো না। বুকে আকঁড়ে ধরা তুফান চোখের মাধ্যমে জলপ্লাবন হয়ে বেরিয়ে এলো। চাপাকান্না ও গোঙানীর শব্দে মাদানী মুন্নার চোখ খুলে গেলো, মাকে কাঁদতে দেখে অস্থির হয়ে বলতে লাগলো: মা! কেন কাঁদছো? মা তাঁর মাদানী মুন্নাকে মনের ব্যথা কিভাবে বুঝাবে! তাঁর কান্নার আওয়াজ আরো বেড়ে গেলো। মায়ের আহাজারীর প্রভাবে মাদানী মুন্নাও কাঁদতে লাগলো। মা মাদানী মুন্নাকে শান্ত করাতে শুরু করলো, কিন্তু সে মায়ের ব্যাথা জানার জন্য জিদ করেছিলো। শেষ পর্যন্ত মা তাঁর আবেগকে যথাসাধ্য সংযমিত করে বললো: বৎস! এইমাত্র হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঘোষণা করলেন যে, মুজাহিদদের বাহিনী যুদ্ধের ময়দানের দিকে যাত্রা করছে। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজ প্রাণ উৎসর্গকারী চেয়েছেন। কতই না সৌভাগ্যবান সেসব মায়েরা, যারা আজ নিজের যুবক সন্তানদের উপহার স্বরূপ নিয়ে রিসালতের দরবারে উপস্থিত হয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে আবেদন করছে: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি আমার কলিজার টুকরাকে আপনার কদমে উৎসর্গ করতে নিয়ে এসেছি, **আক্বা!** আমার এই সমান্য উৎসর্গটুকু কবুল করে নিন, **হুযুর!** সারা জীবনের পরিশ্রম সফল হয়ে যাবে। এতটুকু বলেই মা পুনরায় কাঁদতে শুরু করলেন এবং ভরাট কণ্ঠে বললেন: **আহ!** আমার ঘরেও যদি কোন যুবক

সন্তান থাকতো এবং আমিও উৎসাহী উপহার নিয়ে **হুযুরের দরবারে** উপস্থিত হয়ে যেতাম। মাদানী মুন্না মাকে আবারো কাঁদতে দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে গেলো এবং মাকে চুপ করাতে ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে বলতে লাগলো: আমার প্রিয় আম্মাজান! কান্না করো না, আমাকে পেশ করে দিন। মা বললো: বৎস! তুমি এখনো ছোট, যুদ্ধের ময়দানে রক্ত পিপাসু শত্রুদের সম্মুখীন হতে হয়, তুমি তরবারির আঘাত সহ্য করতে পারবে না। মাদানী মুন্নার জেদের সামনে অবশেষে মাকে হাতিয়ার দিতেই হলো। ফযরের নামাযের পর মসজীদে নববী শরীফ عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর বাইরের মাঠ মুজাহিদদের আগমনে জনাকীর্ণ হয়ে গেলো। সেখান থেকে অবসর হয়ে **তাজেদারে মদীনা** صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফিরে আসছিলেন, এমন সময় এক পর্দাশীল মহিলার প্রতি দৃষ্টি পড়লো, যে তাঁর ছয় বছরের মাদানী মুন্নাকে নিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে তাঁর আগমনের কারণ জানতে পাঠালেন। সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কাছে গিয়ে দৃষ্টিকে নত করে আসার কারণ জানতে চাইলেন। মহিলাটি ভরাট কণ্ঠে উত্তর দিলেন: আজ রাতের শেষ প্রহরে আপনি ঘোষণা করতে করতে আমার গরীবালয়ের পাশ দিয়ে গমন করেছিলেন, ঘোষণা শুনে আমার মন কেঁপে উঠলো। **আহ!** আমার ঘরে কোন যুবক ছিলো না, যাকে উপহার স্বরূপ নিয়ে উপস্থিত হবো, শুধুমাত্র আমার কোলে এই ছয় বছরের এতিম সন্তান আছে, যার পিতা গত বছর বদরের যুদ্ধে শাহাদাতের অমীয় সূধা পান করে নিয়েছে, আমার সারা জীবনের পূঁজি এই শিশুটি, যাকে **রহমতে**

**আলম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমে উৎসর্গ করতে নিয়ে এসেছি। হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ স্নেহের অতিশায্যে মাদানী মুন্নাকে কোলে তুলে নিলেন এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পেশ করে সম্পূর্ণ বিষয়টি খুলে বললেন। **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাদানী মুন্নাকে খুবই আদর করলেন। কিন্তু অতি ছোট হওয়ার কারণে জিহাদের ময়দানে যাওয়ার অনুমতি দেননি।

**(যুলফ ও যঞ্জির, ২২২ পৃষ্ঠা থেকে সংক্ষেপিত)**

**আল্লাহ পাক**র রহমতে তাঁর উপর হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## (৬) দুনিয়ার জন্য সময় আছে কিন্তু...

**মাদানী মুন্নারা!** আপনারা শুনলেন তো! মাদানী মুন্নার ঈমানী চেতনা। **আল্লাহ! আল্লাহ!** তখনকার মায়েদের **আল্লাহ পাক** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং ইসলামের প্রতি কি পরিমাণ আন্তরিক ভালবাসা ছিলো। যারা নিজের কলিজার টুকরোকে নিষ্ঠুর দুনিয়ার সম্পদ অর্জনের জন্য নিজ শহর থেকে অন্য শহরে এমনকি অন্য দেশে তাও আবার কয়েক বছরের জন্য পাঠাতে প্রস্তুত হয়ে যায়, কিন্তু নিজ শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় কিছুক্ষণের জন্যও যেতে বাঁধা প্রদান করে, সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে কয়েক দিনের জন্য সফর করাতে বাঁধা প্রদানকারী হয়, তাদের এই ঈমান তাজাকারী ঘটনা থেকে শিক্ষা অর্জন করা উচিত। আহ! আমরা কিছু সময়ও কোরবানি দিতে গড়িমসি করি এবং আমাদের পূর্ব পুরুষগণ

তাদের জান মাল সব কিছু **আল্লাহ পাকের** পথে কোরবানি করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## (৭) মাদানী মুন্নার কান্না কাজে এসে গেলো!

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ছোট ভাই হযরত সায়্যিদুনা উমাইর বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যিনি তখনো বালকই ছিলেন, বদরের যুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুতির সময় এদিক সেদিকে লুকাচ্ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা সাআদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন; আমি আশ্চার্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম; কেনো এদিক সেদিক লুকাচ্ছো? বলতে লাগলো: এমন যেনো না হয় যে, আমাকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দেখে নেন এবং শিশু মনে করে জিহাদে যেতে নিষেধ করে দেন। ভাইয়া! আমার **আল্লাহর** পথে যুদ্ধ করার বড়ই ইচ্ছা। আহ! আমার যদি শাহাদাত নসীব হয়ে যায়। অবশেষে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টিকে পড়ে গেলো এবং তাকে কম বয়সের কারণে নিষেধ করে দিলেন। হযরত সায়্যিদুনা উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রবল আগ্রহের কারণে কান্না করতে লাগলেন, তাঁর শাহাদতের আশায় কান্না করা কাজে এসে গেলো এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে অনুমতি প্রদান করে দিলেন। যুদ্ধে অংশ গ্রহন করলেন এবং দ্বিতীয় আশাও পূর্ণ হয়ে গেলো যে, সেই যুদ্ধে শাহাদতের সৌভাগ্যও নসীব হয়ে গেলো। তাঁর বড় ভাই হযরত সায়্যিদুনা সাআদ বিন আবি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমার ভাই উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ছোট ছিলো এবং তলোয়ার বড়

ছিলো। তাই আমি তাঁর হামায়িল (অর্থাৎ তলোয়ার রাখার স্থান) এর বেল্টে গিট লাগিয়ে উঁচু করে দিতাম। (আল আছাবা, ৪র্থ খন্ড, ৬০৩ পৃষ্ঠা)

**আল্লাহ পাকে**র রহমত তাঁদের উপর হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**মাদানী মুন্নারা!** আপনারা শুনলেন তো! শিশু হোক বা বড় **আল্লাহ**র পথে প্রাণ বিসর্জন দেয়াই তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিলো। সুতরাং সফলতা নিজেই এসে তাঁদের কদমে চুম্বন করতো। হযরত সায়্যিদুনা উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর জিহাদের প্রেরণা এবং শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা আপনারা পর্যাবেক্ষা করলেন এবং বড় ভাই সায়্যিদুনা সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাহায্য সম্পর্কেও আপনারা শুনলেন। নিশ্চয় এখনও বড় ভাই তাদের ছোট ভাইকে এবং পিতা তার ছেলেকে সাহায্য করে, কিন্তু শুধু দুনিয়ার কাজকর্মে এবং শুধুমাত্র দুনিয়াবী ভবিষ্যত উজ্জল করার উদ্দেশ্যে। আফসোস! আমাদের দৃষ্টি শুধু দুনিয়ার কিছু দিনের জীবন আর সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দৃষ্টিতে আখিরাতের জীবনের বসন্ত ছিলো। আমরা দুনিয়াবী আরাম আয়েশে উৎসর্গ এবং তাঁরা আখিরাতের শান্তির প্রার্থনাকারী ছিলেন। আমরা দুনিয়ার জন্য সবধরনের বিপদ সহ্য করতে প্রস্তুত থাকি আর তাঁরা আখিরাতের প্রশান্তির আকাঙ্ক্ষায় সবধরনের দুনিয়াবী প্রশান্তিকে ছুড়ে ফেলে কঠিন বিপদ ও কষ্ট এবং রক্ত পিপাসূ তলোয়ারের নিচেও মুছকি হাসতেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## (৮) অন্ধ মাদানী মুন্নার দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসলো

ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শিশুকালে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তখনকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসার করা হয়েছিলো কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি শক্তি ফিরে এলোনা। তাঁর আম্মাজান **আল্লাহ পাকে**র অনেক ইবাদত করতেন, তিনি কেঁদে কেঁদে **আল্লাহ পাকে**র দরবারে দোয়া করলেন: "হে **আল্লাহ পাক!** আমার ছেলের চোখ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন করে দাও।" এক রাতে তার স্বপ্নে **আল্লাহ পাকে**র প্রিয় নবী, হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর যিয়ারত হলো, তখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: **আল্লাহ পাক** তোমার কান্না এবং অধিকহারে দোয়া করার কারণে তোমার ছেলের চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। সকালে যখন ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিছানা থেকে উঠলেন তখন তার চোখ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ছিলো। **(আশিয়াতুল লুময়াত, ১ম খন্ড, ১০ পৃষ্ঠা)**

**আল্লাহ পাকে**র রহমতে তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী মুন্নারা! আমরাও আমাদের পিতামাতার অধিকহারে খিদমত করে তাঁদের দোয়া নেয়া উচিৎ।

## (৯) মায়ের উপদেশ মানার প্রতিদান

সুলতানে বাগদাদ, হুযুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য জিলান থেকে বাগদাদের দিকে কাফেলার সহিত রওয়ানা হলাম, যখন হামদান থেকে অগ্রসর হলাম,

তখন ৬০ জন ডাকাত কাফেলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং সম্পূর্ণ কাফেলা লুঠে নিল, কিন্তু কেউ আমাকে কিছু বলেনি, একজন ডাকাত আমার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো: এই ছেলে! তোমার নিকট কি কিছু আছে? আমি উত্তরে বললাম: "হাঁ।" ডাকাত বললো: কি আছে? আমি বললাম: "চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা।" সে বললো: কোথায়? আমি বললাম: "জামার ভিতর।" ডাকাত এই কথাকে ঠাট্টা মনে করে চলে গেলো, এরপর আরেকটি ডাকাত আসল এবং সেও এভাবে প্রশ্ন করলো এবং আমিও অনূরূপ উত্তর দিলাম আর সেও এরূপ ঠাট্টা মনে করে চলে গেলো। যখন সব ডাকাত নিজেদের সর্দারের নিকট একত্রিত হলো এবং তারা তাদের সর্দারকে আমার ব্যাপারে বললো, তখন আমাকে সেখানে ডাকা হলো, তারা মালামাল বন্টনে ব্যস্ত ছিলো। ডাকাত সর্দার আমাকে বললো: তোমার নিকট কি আছে? আমি বললাম: চল্লিশটি স্বর্ণ মুদ্রা। সর্দার ডাকাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বললো: একে চেক করো। চেক করার পর যখন স্বর্ণমুদ্রা বের হলো তখন সে আশ্চার্য হয়ে প্রশ্ন করলো: "তোমাকে সত্য কথা বলতে কোন বিষয়টি উৎসাহিত করেছে?" আমি বললাম: সম্মানিত আম্মাজনের উপদেশ। সর্দার বললো: সেই উপদেশ কি? আমি বললাম: "আমার সম্মানিত আম্মাজান আমাকে সর্বদা সত্য কথা বলার আদেশ দিয়েছেন আর আমি তাঁর সাথে ওয়াদা করেছি যে, সত্য কথা বলব।" একথা শুনে ডাকাতের সর্দার বলতে লাগলো: এই শিশু নিজের মায়ের সাথে করা ওয়াদা ভঙ্গ করেনি আর আমি সারা জীবন নিজের **প্রতিপালকের** সাথে করা ওয়াদার বিপরীত অতিবাহিত করেছি! তখনই সর্দার এবং তার ৬০জন ডাকাত তাওবা করলো এবং কাফেলার লুণ্ঠিত মাল ফেরত দিয়ে দিলো।

**(বাহজাতুল আসরার, যিকরু তরিকিহি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, ১৬৮ পৃষ্ঠা)**

**আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের ওসীলায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী মুন্নারা! আপনারা দেখলেন যে, মায়ের আদেশ মানা এবং সত্য বলার বরকতে শুধু কম বয়সী মুসাফির (অর্থাৎ গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এর মুদ্রা সংরক্ষিত ছিলো না বরং মানুষের মালামাল লুণ্ঠনকারী ডাকাত তাঁর হাতে তাওবা করে নেককার হয়ে গেলো। আমাদেরও উচিৎ যে, পিতামাতার প্রতিটি আদেশ দ্রুত মেনে নেয়া, যা শরীয়তের পরিপন্থি নয় এবং সত্য কথা বলার অভ্যাস গড়ে তোলা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## (১০) কম বয়সী মুবাল্লিগের ইনফিরাদী কৌশিশ

একজন শিক্ষক সাহেব মাদ্‌রাসার নিয়ম অনুযায়ী সবক পড়াচ্ছিলেন। যাদের মধ্যে শিক্ষিত পরিবারের একজন মাদানী মুন্নাও ছিলো। তার প্রত্যেকটি কর্মে ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধ ছিলো। তার অন্তরের নূরানীয়্যত চেহেরায় প্রকাশ হচ্ছিলো। সুরমার পেলব চোখ তার তীক্ষ্ণ মেধা এবং বিচক্ষণতার সংবাদ দিচ্ছিলো। সে খুবই মনোযোগ সাহকারে নিজের ছবক পড়ছিল। ঐ মুহূর্তে একজন ছেলে এসে সালাম করলো। শিক্ষক সাহেবের মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো "বেঁচে থেকো।" একথা শুনে মাদানী মুন্না চমকে উঠলো এবং কিছুটা এভাবে আরয করলো: "ওস্তাদ সাহেব! সালামের উত্তরে তো

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ বলতে হয়!” ওস্তাদ সাহেব কম বয়সী মুবাল্লিগের মুখে সংশোধন মুলক বাক্য শুনে অসন্তুষ্ট হননি বরং মঙ্গলকামনা করে আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং নিজের এই সম্ভাবনাময় ছাত্রকে অসংখ্য দোয়া দিলেন। (হায়তে আ'লা হযরত, ১ম খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা)

**আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## বেরেলীর কমবয়সী মুবাল্লিগ

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** ! আপনারা কি জানেন সেই অল্পবয়সি মুবাল্লিগ কে ছিলেন? তিনি চৌদ্দশত হিজরী শতাব্দীর মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন। তাঁর সৌভাগ্যময় জন্ম বেরেলী শরীফ (ভারত) এর জসুলী মহল্লায় ১০ শাওয়াল ১২৭২ হিজরী শনিবার যোহরের সময় অনুযায়ী ১৪ জুন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে হয়েছিলো। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাত্র ১৩ বছর ১০ মাস ৪ দিন বয়সে ইসলামীয়া মাদরাসায় প্রচলিত সমস্ত ইলম তার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা নকি আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট থেকে অর্জন করে সমাপনী ডিগ্রি অর্জন করেন। সেইদিনই তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে প্রথম ফতোয়া (অর্থাৎ শরয়ী আদেশ) লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ফতোয়া বিশুদ্ধ পেয়ে তাঁর সম্মানিত পিতা ইফতার মসনদ (অর্থাৎ ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব) তাঁকে অর্পন করে দেন এবং শেষ সময় পর্যন্ত ফতেয়া লিখতে থাকেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

৫৫টিরও অধিক জ্ঞানের উপর গভীর পান্ডিত্য অর্জনকারী এমন বিচক্ষণ জ্ঞানী ছিলেন যে, ডজন খানেক বিষয়ে তাঁর অসংখ্য রচনা বিদ্যমান, প্রতিটি লেখনীতে তাঁর জ্ঞানের বিশ্লেষণ, ফিকহী বিচক্ষণতা এবং গবেষণার গভীরতা প্রকাশ পায়, বিশেষকরে **ফতোয়ায়ে রযবীয়া** তো নিজেই নিজের উদাহারণ। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোরআনে মজীদের অনুবাদ করেছেন যা উর্দূতে বিদ্যমান অনুবাদ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে অনন্য। তাঁর অনুবাদের নাম হলো **"কানযুল ঈমান"**। যার উপর তাঁরই খলীফা মাওলানা সৈয়দ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাফসীর **"খাযায়িনুল ইরফান"** লিখেছেন। ২৫ সফর ১৩৪০ হিজরী, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে জুমা মুবারকের দিন ভারতের সময় ২টা ৩৮ মিনিটে ঠিক আযানের সময় এদিকে মুয়াজ্জিন حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বললেন আর ঐদিকে ইমামে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা ঈমান আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইন্তিকাল করলেন। তাঁর নূরানী মাজার শরীফ বেরেলী শরীফে (ভারত) আজও সর্বসাধারণের জন্য যিয়ারতের স্থান হয়ে আছে।

**ঢাল দি কলব মে আযমতে মুস্তফা**
**সায়্যিদী আ'লা হযরত পে লাখো সালাম**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## (১১) বাবুল মদীনার (করাচীর) খোদাভীতি সম্পন্ন মাদানী মুন্না

একবার আলোচনার ফাঁকে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উৎসাহ প্রদানের

জন্য বললেন: "যখন আমি ছোট ছিলাম প্রায় অবুঝ! দারিদ্রতা এবং এতিম অবস্থায় ছিলাম। জীবন ধারনের জন্য ছোলা ভাজা এবং বাদামের খোঁসা ছাড়ানোর জন্য ঘরে নিয়ে আসা হতো। এক সের ছোলার খোঁসা ছাড়ানের জন্য ৪ আনা এবং এক সের বাদামের খোঁসা ছাড়ানোর জন্য ১ আনা পারিশ্রমিক পেতাম। আমরা ঘরের সদস্যরা সবাই মিলে এর খোঁসা ছাড়াতাম। আমি অবুঝ থাকার কারণে কখনো কখনো কয়েকটি দানা মুখে পুরে দিতাম এবং আশ্চার্য হয়ে সম্মানিত মায়ের নিকট আরয করতাম; মা! বাদাম ওয়ালা থেকে ক্ষমা করিয়ে নেবেন। সম্মানিত মা মালিককে বলতো বাচ্চা দুইটি দানা মুখে পুরে দিয়েছে, তিনি বলে দিতো, কোন সমস্যা নাই। আমি তবুও ভাবতাম যে, আমি তো দুইটি দানা থেকে বেশি খেয়েছি, কিন্তু মা তো শুধু দুইটি দানাই ক্ষমা করিয়েছে! পরে যখন বোধশক্তি এলো তখন জানতে পারলাম যে, দুই দানা শব্দটি হলো কথার কথা এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য কয়েকটি দানা আর আমি কখনো কখনো কয়েকটি দানাও খেয়ে নিতাম।

**(আমীরে আহলে সুন্নাতকে এহতিয়াতেঁ, ২৬ পৃষ্ঠা)**

**আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর ওসীলায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**মাদানী মুন্নারা!** শুনলেন তো আপনারা যে, অল্প বয়সেও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কিরূপ মাদানী মানসিকতা পোষণ করতেন। আমাদেরও উচিৎ যে, কারো জিনিস অনুমতি ছাড়া আহার না করা। অনেক শিশু থলের মালিকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে থলে থেকে চুরি করে খেয়ে নেয়, মানুষের ঘরের আঙ্গিনার গাছ

থেকে ফল পেরে খেয়ে নেয়, এভাবে বিভিন্নভাবে অন্যের জিনিস অনুমতি ছাড়া খেয়ে নেয় এবং তা কেউ মন্দও মনে করেনা। অথচ এরূপ করাতে বান্দার হক ক্ষুন্ন (অর্থাৎ নষ্ট) হয়, যার হিসাব কিয়ামতের দিন দিতে হবে এবং যতক্ষণ সেই মুসলমান আমাদের ক্ষমা করবেনা ততক্ষণ আমরা পরিত্রাণ পাবোনা। তাই যদি কখনো এই ধরনে ভূল হয়েও যায়, তবে ক্ষমা চাইতে দেরী করা উচিৎ নয়। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে পরহেযগার হওয়ার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## আপনি ও মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যানঃ

মাদানী মুন্নারা! তরজুমকে দেখে তরজুম রং গ্রহণ করে, তিলকে গোলাপ ফুলে রেখে দিন তখন এর সহচর্যে থেকে গোলাপী হয়ে যায়। অনুরূপভাবে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে আশিকানে রাসূলের সহচর্য গ্রহণকারী **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ায় মূল্যহীন পাথরও মূল্যবান হীরায় পরিণত হয়ে যায়, খুবই ঝলমল করে এবং এমন শান শওকতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় যে, দর্শক ও শ্রোতারা তার উপর ঈর্ষা করে এবং বেঁচে থাকার পরিবর্তে এমন মৃত্যুর আশা করতে থাকে। আপনিও আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান। আপনার শহরে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং কাফেলায় নিজের পিতা অথবা পরিবারের বড়দের সাথে অংশগ্রহন করুন এবং শায়খে তরীকত,

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদানকৃত নেক কাজের পদ্ধতির উপর আমল করুন, اِنْ شَآءَ الله আপনার উভয় জাহানের অসংখ্য মঙ্গল নসীব হবে।

**মকবুল জাঁহা ভরমে হো দা'ওয়াতে ইসলামী**
**সদকা তুঝে এ্যয় রাব্বে গফ্ফার মদীনে কা**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## মাদানী পরামর্শ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বর্তমানে এমন এক অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব, যার হাতে বাইয়াত গ্রহণের বরকতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে **আল্লাহ পাকের** বিধান এবং **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত অনুযায়ী প্রশান্তির জীবন অতিবাহিত করছে। মুসলমানের মঙ্গল কামনার পবিত্র প্রেরণায় আমার মাদানী পরামর্শ যে, যদি আপনার এখনো শরীয়ত সম্মত কোন পীরের নিকট বাইয়াত না হয়ে থাকেন তবে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফয়েয ও বরকত দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য তাঁর নিকট বাইয়াত হয়ে যান। اِنْ شَآءَ الله দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা ও সম্মান নসীব হবে।

## মুরীদ হওয়ার নিয়ম

যদি আপনি মুরীদ হতে চান তবে নিজের এবং যাকে মুরীদ বা তালিব বানাতে চাচ্ছেন তার নাম নিচে ধারাবাহিকভাবে পিতা

মাতার নাম সহ লিখে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা, মহল্লা সওদাগরান, পুরানা শব্জি মন্ডি, বাবুল মদীনা (করাচী) **"মাকতুবাত ও তাবীযাতে আত্তারিয়া মজলিশ"** এর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। তবে اِنْ شَآءَ الله তাকেও সিলসিলায়ে কাদেরিয়া রযবীয়া আত্তারিয়ায় প্রবেশ করিয়ে নেয়া হবে। (ঠিকানা ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর দ্বারা লিখুন)

**E.Mail: attar@dawateislami.net**

(১) নাম এবং ঠিকানা বলপেন দ্বারা পরিষ্কার ভাবে লিখুন, উর্দূতে লিখা অবস্থায় অপ্রসিদ্ধ নাম বা শব্দের উপর অবশ্যই এরাব দিন। যদি সব নামের জন্য একই ঠিকানা যথেষ্ট হয় তবে দ্বিতীয় বার ঠিকানা লিখার দরকার নেই। (২) ঠিকানায় মুহরিম বা অবিভাবকের নাম অবশ্যই লিখুন। (৩) আলাদা আলাদাভাবে চিঠি আনার জন্য অবশ্যই অব্যবহৃত খাম সাথে পাঠাবেন।

| নং | নাম | পুরুষ / মহিলা | ছেলে / মেয়ে | পিতার নাম | বয়স | পরিপূর্ণ ঠিকানা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**মাদানী পরামর্শঃ** এই ফরমটি সংরক্ষণ করুন এবং এর আরও কপি করে রাখুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

**আমার মাদানী উদ্দেশ্য:** "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه




**মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা**

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ৩,আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৩০৩৩৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৩৬২

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net